একক ৭ ❐ অন্বয় ও অন্বয়-তত্ত্ব বিষয়ে সাধারণ ধারণা

গঠন

৭.১ উদ্দেশ্য

৭.২ প্রস্তাবনা

৭.৩ বাক্যের সংজ্ঞা

৭.৪ বাক্য ও অর্থ

৭.৫ অন্বয় তত্ত্ব

৭.৫.১ ভারতীয় অন্বয় তত্ত্ব

৭.৫.১ পাশ্চাত্য অন্বয় তত্ত্ব

৭.৬ সারাংশ

৭.৭ অনুশীলনী

৭.৮ গ্রন্থপঞ্জি

৭.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ্য করলে জানতে পারবেন—

- বাক্য কাকে বলে তা বোঝা যাবে। বাক্য সম্পর্কিত অতীতের নানা ধারণা এবং বর্তমান ধারণা নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।
- বাক্যের সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক কোথায় তা বোঝা যাবে।
- ব্যাকরণ সম্মত বাক্য সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হবে।
- অন্বয় তত্ত্বর গতিপ্রকৃতি বোঝা যাবে।
- আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান বিশেষভাবে অন্বয়তত্ত্বকে গুরুত্ব দিয়েছে। এই লেখার মাধ্যমে সে বিষয়ে কৌতূহল তৈরি হবে।

৭.২ প্রস্তাবনা

আমরা মুখ দিয়ে যে কথা বলি তার মধ্যে ভাষাবিজ্ঞানের সবকটি একককেই উপলব্ধি করতে পারা যাবে। যেমন—ধ্বনি-রূপ-পদগুচ্ছ-বাক্য-বচন ইত্যাদি ইত্যাদি। ধ্বনি জুড়ে তৈরি করি রূপিম। রূপিম জুড়ে তৈরি হয় পদ। পদ জুড়ে পদগুচ্ছ। আর পদগুচ্ছ জুড়ে বাক্য। এক বা একের বেশি বাক্য নিয়ে বাচন বা Discourse তৈরি হয়। তবেও আমাদের মুখের ভাষায় সবচেয়ে বড়ো একক হল বাক্য।

অন্বয়ের আলোচনা এই সবচেয়ে বড়ো একক বাক্যকে অবলম্বন করেই হয়। সুতরাং অন্বয় সম্পর্কিত আলোচনা আসলে বাক্য নিয়েই আলোচনা। তাই প্রথমে বাক্য কাকে বলে সে সম্পর্কে আধুনিক একটি ধারণার পরিচয় দিয়ে অন্বয় ও অন্বয় তত্ত্ব নিয়ে সাধারণ আলোচনা এই একক-১-এ করব। প্রথমে বাক্য কাকে বলে সেই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা যাক।

৭.৩ বাক্যর সংজ্ঞা

একটু আগেই জেনেছি ভাষার একটি বড়ো একক হল—বাক্য বা Sentence। কিন্তু ঠিকঠাকভাবে একটি বাক্য বলতে কী বোঝায় ? এই নিয়ে নানা যুগে নানা তাত্ত্বিক নানা ধরনের সংজ্ঞা দিয়েছেন। সে সব অজস্র সংজ্ঞার মধ্যে কয়েকটি এখানে আলোচনা করা যেতে পারে।

ভারতবর্ষে বাক্য সম্বন্ধে ধারণা সংস্কৃত ভাষায় দীর্ঘদিন আগেই ছিল। অনেকে বাক্য আলোচনা প্রসঙ্গে আধ্যাত্মিক ভাবনায় চলে গেছেন। অনেকে বাক্যর গঠনকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এই ভাবনায় স্পষ্ট দুটি ভাগ পাওয়া যায়। ভর্তৃহরি "বাক্যপদীয় গ্রন্থে" বাক্যকে গুরুত্ব দেন। স্ফোটবাদী ভর্তৃহরির অনুসারী বৈয়াকরণগন তাঁরই মতো "বাক্য" কে অখন্ড বলে মনে করতেন। অন্যদিকে নৈয়ায়িক দার্শনিক ও মীমাংসকগণ খন্ডবাদী ছিলেন। তাঁরা পদকে গুরুত্ব দিতেন। অর্থাৎ পদ জুড়ে বাক্য তৈরি হয়। সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থে বিশ্বনাথ কবিরাজ বাক্যর সংজ্ঞা দেন—

"বাক্যংস্যাদযোগ্যতাঙ্ক্ষাসত্তিযুক্তঃ পদ্দোচ্চয়।"

অর্থ বাক্য হল — যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তিযুক্ত পদসমুচ্চয়। "যোগ্যতা" অর্থাৎ অর্থ ঠিক ঠাক আছে এরকম পদটি বাক্যে ব্যবহৃত হবে। "আকাঙ্ক্ষা" অর্থাৎ সহবস্থানযোগ্য বা একসঙ্গে পাশাপাশি বসতে পারে এমন পদই বাক্যে ব্যবহৃত হবে। 'আসত্তি' অর্থাৎ যে সমস্ত পদ বাক্যে জুড়ে গিয়ে এককের মতো কাজ করে সেগুলি পাশাপাশি বসবে। একটা অন্যটার থেকে দূরে বসবে না।

প্রাচীন গ্রিস ও রোম সাম্রাজ্যে বাক্য নিয়ে নানা ধারণা তৈরি হয়েছিল। প্লেটো থেআতেতুথ গ্রন্থে সক্রেটিসের মুখে বাক্যের একটি সংজ্ঞা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন,

'ভাষা হল ওনোমাতা ও হ্রিমাতা-র মাধ্যমে চিন্তা ভাবনার প্রকাশ।

মুখনিঃসৃত বায়ুস্রোতে বক্তার চিন্তাভাবনা প্রতিফলিত হয়। 'ওনোমাতা' বলতে নাম, বিশেষ্য, বিশেষ্যপদীয়, কর্তা বোঝানো হয়। 'হ্রিমাতা' বলতে বোঝায় পদ, উক্তি, ক্রিয়া, ক্রিয়াপদীয়, বিধেয়, কর্ম প্রভৃতি। বাক্য বিশেষ্য ও ক্রিয়ার সংগঠন বা উদ্দেশ্য ও বিধেয়র সংগঠন—সে ধারণা এখানে পাওয়া যায়। অ্যারিস্টটল (Aristotle) বাক্যকে 'তাৎপর্যপূর্ণ' উক্তি হিসাবে দেখেছেন। পূর্ণ অর্থ প্রকাশক উক্তি হিসাবে তিনি বাক্যকে গ্রহণ করেছেন।

রোমান ব্যাকরণে দিওনিসিউস থ্রাকস (Dionysium Thrax) বাক্যকে পূর্ণ অর্থজ্ঞাপক ধ্বনিসমষ্টি বলে মনে করতেন। আপোল্লোনিউস দিস্কোলুস (Apollonius Dyscolus) জানান, অক্ষর জুড়ে যেমন শব্দ হয় তেমনি ভাবের সমাবেশে প্রতিটি স্বাধীন বাক্য গঠিত হয়। প্রিকিয়ান (Priscian) বাক্যকে 'পদের গ্রহণযোগ্য বিন্যাস যা পূর্ণ অর্থ জ্ঞাপন করে'—এই হিসাবে দেখেন।

ইংরেজি ব্যাকরণে অজস্র সংজ্ঞা পাওয়া যায়। যেমন ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে লাউথ (Lowth, Robert) বাক্যকে বলেন, সুগঠিত ও সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি—যা পূর্ণভাব প্রকাশ করে তাই হল বাক্য।

"A sentence is a assembloge of words, expressed in proper form, arranged in proper order and occuring to make a compelte snese." [Lowth, R. 1762, a short Introduction to English Grammar with critical notes]

১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে নেসফিল্ড (Nesfield, J. C. 1895) বলেছেন, "A combination of words that makes a complete snese is called a sentence." [Nesfield : 1895 Idiom, Grammar and Synthesis] আর তাই বলা চলে যে, বাক্য হল শব্দের বিন্যাস যা সম্পূর্ণ ধারণা তৈরি করে।

১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে ইয়েসপার্সেন (Otto Jespersen) বলেন, "A Sentence is a (relatively) complete and independent human utterenance...The completenss and independence being shown by its standing alone or its capability of standing alon i.e. of being uttered by itself." [Jesperson, O. 1924, The Philosophy of Grammar] অর্থাৎ আপেক্ষিকভাবে বাক্য সম্পূর্ণ ও স্বাধীন মানবী উচ্চারণ। বাক্য যে একাই অবস্থান করতে পারে সেই শক্তিই এই সম্পূর্ণতা ও স্বাধীনতাকে প্রকাশ করে। বাক্যকে নিরপেক্ষভাবে উচ্চারণ করা যায়। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানে এসব সংজ্ঞা গুরুত্ব পায় নি। সেখানে ব্লুমফিল্ডের (Bloomfield) সংজ্ঞা গুরুত্ব পেয়েছে।

"A maximum form is any utterance is asentence." (Bloomfield 1926; "A set of postulates for the Science of Language") অর্থাৎ যে-কোন উচ্চারণ-হল বাক্য। যেমন, 'যাই', 'আচ্ছা' 'ঠিক আছে', 'যাবেখন'—এগুলি সবই বাক্য।

লায়ন্স (J. Lyons), হকেট (C. F. Hockett), হ্যারিস (Z. Harris), ফ্রাইস (C.C.Frice) প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানী ব্লুমফিল্ডের সংজ্ঞাকেই অনুসরণ করেছেন। ফ্রিজ বাক্যকে ন্যূনতম স্বাধীন উক্তি হিসাবে দেখেন।

বাংলা ব্যাকরণে সংস্কৃত ও ইংরেজি উভয় ব্যাকরণের সংজ্ঞাকেই নেওয়া হয়েছে। বিশ্বনাথ কবিরাজের সংজ্ঞাকে অনুসরণ করে প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন, লালমোহন বিদ্যানিধি, হরনাথ ঘোষ, মুহম্মদ এনামুল হক প্রমুখ বৈয়াকরণ যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তিযুক্ত পদসমষ্টিকে বাক্য বলেন। অন্যদিকে রামমোহন রায় 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'-এ বলেন,

"পদসকল পরস্পর অন্বিত অভিপ্রেত অর্থকে যখন কহে, তখন সেই সমুদয়কে বাক্য কহি।" [রামমোহন রায়, ১৮৩৩, গৌড়িয় ব্যাকরণ]

জগদীশ চন্দ্র ঘোষ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কালিদাস রায় প্রমুখ পূর্ণ অর্থজ্ঞাপক পদসমষ্টিকে বাক্য বলেন। এখানে পাশ্চাত্য ব্যাকরণ অনুসরণ করা হয়েছে।

সঞ্জননী (Generative) ব্যাকরণে বাক্যকে একটি উপাদান গুচ্ছ বা একটি দীর্ঘ একক বলে ধরা হয়। চমস্কি (Noam A. Chomsky) বাক্যকে ভাষার সমষ্টি বলেছেন। 'Syntactic Structure' (1965) গ্রন্থে রূপিম পরস্পরকে বাক্য বলেছেন। 'Aspects of the Theory of Systase' (1965) গ্রন্থে বললেন, পদগুচ্ছ দিয়ে বাক্য চিহ্নিত হয়। আর একটি পদগুচ্ছ চিহ্নিত উপাদান একটি বীজবাক্য হিসাবে গঠিত হয়।

"Among the sentences with a single base phrase-marker as basis, we can delimit a proper subset called "Kernet sentences." [Chomsky : 1965 : 17]

চমস্কির মতো পোস্টাল (Postan)-ও বাক্যকে বিমূর্ত ধারণা হিসাবে দেখেছেন। বাক্যকে 'Basic unit of Grammaer' বললেন স্মিথ ও উইলসন [Smith and Wilson 1979, Modern Linguistics, p. 271]। বাক্যকে সুগঠিত শব্দশৃঙ্খল হিসাবে দেখলেন জেকবস্ ও রোসেনবাম (Jacobs and Rosenbum)।

"A sentence is a structured string whose wards fall into natural groups." [1968, English Transformational Grammar, P.15]

আমরা বাক্যকে তাই বিমূর্ত গঠন হিসাবে যখন দেখব তখন তার মধ্যে আছে আদর্শ আন্বয়িক নিয়মসমূহ। আর এই নিয়ম নিয়ে গঠিত যুক্তিনিষ্ঠ গঠনটি বাক্যের ভেতরকার গঠন। সঞ্জননী ভাষাবিজ্ঞান অনুসারে অধোগঠন (Deep Structure)। আর সেই গঠনকে অবলম্বন করেই মুখের ভাষায় ব্যবহৃত হয় বাক্য। সে বাক্য একদিকে যেমন শব্দ শৃঙ্খল তেমনি অন্যদিকে তা ভাবপ্রকাশক। আদর্শ যুক্তিনিষ্ঠ গঠনের হুবহু প্রতিফলন তাতে ঘটে না। কিন্তু সেটিই প্রকৃত উচ্চারিত ধ্বনি রূপ। আর সেই উচ্চারিত ধ্বনিরূপের ক্রমাগত প্রকাশ যখন একটি বিষয় অবলম্বনে বলা হয় তাকে বলা হবে বাচন (discourse)। সেই বাচনের অন্তর্গত সবচেয়ে বড়ো একক হল বাক্য। একটি মাত্র বাক্যখণ্ড (clause) নির্ভর উচ্চারণকে একটি সরল বাক্য বলা হয়। সরলবাক্যগুলি জুড়ে জুড়ে আমরা নানাবিধ দীর্ঘবাক্য তৈরি করি।

৭.৪ বাক্য ও অর্থ

তাহলে, বাক্য হল শব্দশৃঙ্খল। শব্দের অর্থ আছে। আবার বাক্যেরও অর্থ আছে। বাক্য কোনো কিছু অর্থ বা বক্তব্য আমাদের কাছে প্রকাশ করে। যেকোনো ব্যাকরণসম্মত শব্দের দুটি অর্থ থাকে বলে ফ্রাইস [Fries, 1952, The Structure of English] জানিয়েছেন। এই দুটি অর্থ হল—

ক. আভিধানিক অর্থ। আভিধানে শব্দের যে অর্থ দেওয়া থাকে তাকে আভিধানিক অর্থ বলে। এই অর্থ ধারণাগত। সাধারণত সমনাম শব্দ দিয়ে তা বোঝান হয়। যেমন 'বালক' শব্দের আভিধানিক অর্থ — হল শিশু, অল্পবয়স্ক পুরুষ ইত্যাদি।

খ. গঠনগত অর্থ। পদগঠন অনুসারে শব্দটির অর্থ। এখানে 'বালক' শব্দটির অর্থ হবে বিশেষ্য। তৃতীয় একটি অর্থের কথা আমরা বলতে পারি। সেটি হল—

গ. অন্বয়গত অর্থ। বাক্য শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে যে ভূমিকা পালন করে তাকে অন্বয়ার্থ বা অন্বয়গত অর্থ বলে। [উদয় কুমার চক্রবর্তী, ১৯২২, বাংলা বাক্যের পদগুচ্ছের সংগঠন]। বাক্য ছাড়া এই অন্বয়ার্থ সম্ভব নয়। যেমন বালকটি যায়। সে বালকটিকে ডাকল। এখানে প্রথম বাক্যে 'বালকটি'-র অন্বয়ার্থ হল কর্তা। দ্বিতীয় বাক্যে 'বালক'টি-র অন্বয়ার্থ হল—কর্ম।

সুতরাং বাক্যে পদটির অবস্থান ও ভূমিকা দিয়ে এই অন্বয়ার্থ দিয়ে বোঝা যায়। একই পদের অবস্থান বদলে গেলে বা ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তিচিহ্ন যুক্ত হলে তার পদভূমিকা বদলে যায়। বদলে যায় তার অন্বয়গত অর্থ।

অতএব একটি পদের অন্বয়গত অর্থ চলনশীল বা পরিবর্তনশীল। গঠনগত অর্থ আংশিক ধ্রুব বা নির্দিষ্ট। আভিধানিক অর্থ ধ্রুব বা স্থির। তার পরিবর্তন আপাতভাবে ঘটে না। দেশ-কাল-ইতিহাসের দীর্ঘ পটভূমিকায় তার পরিবর্তন ঘটতে পারে।

আভিধানিক অর্থযুক্ত শব্দ পদগঠনগত অর্থ যুক্ত হয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। সেই পদ বাক্য ব্যবহৃত হয়ে আন্বয়িক অর্থ প্রকাশ করে। অন্বয়তত্ত্ব এই অন্বয়গঠন ও অন্বয়গত অর্থ ব্যাখ্যা করে।

৭.৫ অন্বয়তত্ত্ব

সংস্কৃত ব্যাকরণে বলা হত বাক্যবিন্যাস, বাক্যবিবেক, পদন্বয় বা অন্বয়। বাক্য তৈরির নানা নিয়মকানুন বা প্রক্রিয়া বোঝাতে ব্যবহৃত হত এই শব্দগুলি। বাক্যপদ্ধতি শব্দও ব্যবহৃত হত। ভর্তৃহরির 'বাক্যপদীয়' বাক্যগঠনের বিজ্ঞান নিয়ে এই লেখা। মনিয়র উইলিয়মস (Monior Williams) তাঁর অভিধানে (A Sanskrit English Dictionary) অন্বয় শব্দের অর্থ দিয়েছেন Syntax বা পদগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক। আধুনিক বাংলায় কেউ বা বলেছেন বাক্যতত্ত্ব, কেউ বা অন্বয়তত্ত্ব।

গ্রিক সিনট্যাসিক্স শব্দ থেকে এসেছে 'সিট্যাক্স' (Syntax) শব্দটি। ইংরেজি সিনট্যাক্স শব্দের নানা ধরনের অর্থ পাওয়া যায়। এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন হুমায়ন আজাদ [১৯৮৪ বাক্যতত্ত্ব]। এখানে সংক্ষেপে একটি ধারণা তৈরি করা যেতে পারে।

● একটি বাক্য শব্দ দিয়েই তৈরি হয়। সেইসব শব্দ বাক্যে বিন্যস্ত করার নানাবিধ সূত্র আছে। সেই সূত্রগুলির বিশ্লেষণ হল সিনট্যাক্স।

● নানা ধরনের ইনফ্লেকশন অর্থাৎ বিশেষ্য পদের কারক, ক্রিয়ার ভাব প্রভৃতির এবং বিভিন্ন পদের অর্থ ও ভূমিকা নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয় যে শাস্ত্রে তাকে সিনট্যাক্স বলে।

● যে-কোনো ভাষার বাক্যের মধ্যে নানা ধরনের যুক্তিসম্মত অর্থ এবং মনস্তাত্ত্বিক দিক থাকে। সিনট্যাক্স এগুলি বিশ্লেষণ করে দেখায়। এবং সিনট্যাক্সের সাহায্যে এই অর্থগত সম্পর্ক প্রকাশিত হয়।

এই সমস্ত ধারণা থেকে বোঝানো যায় অন্বয়তত্ত্বের সঙ্গে শব্দার্থতত্ত্ব এবং রূপতত্ত্ব যুক্ত হয়ে আছে। অন্বয়তত্ত্বকে পৃথক একটি শাস্ত্র হিসাবে তাঁরা দেখেন নি। বর্তমানে অন্বয়তত্ত্বকে পৃথক শাস্ত্র হিসাবে দেখানোর প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু সে নিয়ে নানা বিতর্ক বর্তমান।

৭.৫.১ ভারতীয় অন্বয়তত্ত্ব

সংস্কৃত অন্বয়তত্ত্বে স্পষ্ট দুটি ধারা দেখতে পাওয়া যায়। একটি দর্শনের ধারা। সেখানে দর্শন শাস্ত্র অনুসারে অন্বয়তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অন্যটি হল — বৈয়াকরণ ধারা। এখানে প্রণালীবদ্ধভাবে অন্বয়তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বৈয়াকরণ ও দার্শনিকদের আবার দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে।

ক. বাক্যবাদী গোত্র। পদকে এঁরা সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে আছেন স্ফোটবাদী, অন্বিতাভিধানবাদী এবং বৈয়াকরণগণ।

খ. পদবাদী গোত্র। পদকে এঁরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। পূর্বমীমাংসক, ন্যায়-বৈশেষিক ও অভিহিতান্বয়বাদীগণ এই মতবাদের সমর্থন করেন।

স্ফোটবাদীরা বাক্য ছাড়া আর কিছুকে স্বীকার করতে চাননি। বাক্য তাঁদের কাছে নিরংশ, নির্বিভাগ অর্থাৎ বাক্যকে ভাগ করা যায় না। ভর্তৃহরি, পতঞ্জলি, শেষকৃষ্ণ, নাগেশ, ভট্টোপি প্রমুখ এই মতকে বিশ্বাস করতেন। বাক্যকে ভেঙে বিশ্লেষণ করা যায় না। সাধারণ মানুষকে বোঝানোর জন্য এভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। তারা এই বিশ্লেষণের নাম দিয়েছিলেন—অপোদ্ধার।

অন্বিতাভিধানবাদীরা মনে করতেন বাক্যের অর্থকে ভাগ করা যায় না। তাই বাক্যকেও ভাগ করা যায় না। প্রভাকর এই মতকে বিশেষভাবে সমর্থন করতেন। শব্দগুলি একটার সঙ্গে অন্যটা পরস্পর যুক্ত বা অন্বিত হয়ে একটি অখণ্ড অর্থ গড়ে তোলে। শ্রোতা তা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারে। এই প্রক্রিয়ার নাম দেওয়া হয়েছে 'সন্মুগ্ধ বুৎপত্তি'। প্রভাকর শব্দের পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত অর্থের নাম দিয়েছিলেন 'ব্যতিষক্ত'।

বৈয়াকরণগণ-ও 'অখণ্ড বাক্য' ও 'অখণ্ডবাক্যার্থে' বিশ্বাসী ছিলেন। বাক্যকে যে ভাঙা যায় না সে বিষয়ে তাঁরা চরমপন্থী ছিলেন।

পদবাদীরা মনে করতেন বাক্য বিভিন্ন পদের সমষ্টি। কুমারলি ভট্ট ছিলেন অভিহিতান্বয়বাদের প্রধান প্রবক্তা। এঁরা বাক্যের অবিভাজ্যতায় বিশ্বাস করতেন না। পূর্বমীমাংসক এবং ন্যায় বৈশেষিকগণও বিশ্বাস করতেন বাক্য পদ দিয়ে গঠিত। বাক্য একটি অখণ্ড উচ্চারণ নয়।

সংস্কৃত ব্যাকরণে যাস্ক নিরুক্ত গ্রন্থে বিভিন্ন পদ-এর কথা বলেন। পদ চার রকমের—নাম (বিশেষ্য), আখ্যাত (ক্রিয়া), উপসর্গ ও নিপাত। অনেকে পাণিনির সূত্র অনুসারে দু ধরনের পদের কথা বলেচেন — সুবন্ত বা বিশেষ্য জাতীয় পদ এবং তিঙন্ত বা ক্রিয়াপদ। অনেকে যাস্কের চার প্রকার পদের সঙ্গে যোগ করেছেন কর্মপ্রবচনীয় নামক একটি পদ।

বাক্য বা অন্বয়তত্ত্বের পৃথক আলোচনা না হলেও 'কারক' অধ্যায়ে বাক্যের আন্বয়িক নিয়ম নিয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণে আলোচনা করা হয়েছে।

৭.৫.২ পাশ্চাত্য অন্বয়তত্ত্ব

প্রাচীন গ্রিসে দার্শনিক সোফিস্টরা বিশেষত প্রোতাগোরাস (Protagoras) বাক্যকে নানা শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। প্রার্থনা, প্রশ্ন, বিবৃতি ও আদেশ এই চার শ্রেণির বাক্যের কথা তিনি বলেছিলেন বলে অনেকে মনে করেন। একবার অনেকের মতে বর্ণনা, প্রশ্ন, উত্তর, আদেশ, প্রতিবেদন, প্রার্থনা ও আমন্ত্রণ এই সাত ধরনের বাক্যের কথা তিনি বলেছিলেন। প্লেটো (Plato) বাক্যের দুটি অংশ আবিষ্কার করেছিলেন। এ দুটি হল—উদ্দেশ্য ও বিধেয়। থ্রাকস (Thrax) বাক্যের নানা অঙ্গের কথা বলেছিলেন। দিস্কোলুস (Appllonius Dyscolus) বাক্যকে একত্র বিন্যস্ত শব্দসমষ্টি বলেছেন। তিনি বাক্য বিন্যাসের ক্ষেত্রে ভাবকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি আর্টিকেল, ইনফিনিটিভ ও পার্টিসিপল-এর ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করেন। সর্বনাম, প্রিপজিসন, কর্তা সম্বন্ধপদ প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। উনিশ শতকের গ্রিক ব্যাকরণে দিস্কোলুস-এর পদ্ধতিকে নিয়েই নতুন করে পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ লেখা হয়।

গ্রিক অন্বয়তত্ত্বকে অবলম্বন করেই লাতিন অন্বয়তত্ত্ব গড়ে ওঠে। ভারো (Marcus Terenitus Varro) রচিত ব্যাকরণে অন্বয়তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা হয়তো ছিল কিন্তু সে গ্রন্থ লুপ্ত হয়ে গেছে। প্রিসাকিয়ান (Priscian) দিস্কোলুস অনুসারে অন্বয়তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। একটি বাক্য নিয়ে দেখান যে সংযোজক ছাড়া সব রকমের পদ তাতে আছে। সংযোজক আর একটি বাক্যকে জুড়ে দেয়। তিনি ব্যক্তিবাচক কর্তা অনুসারে চার রকমের বাক্য গঠনের কথা বলেন। এগুলি হল - ক. অকর্মক সংগঠন খ. সকর্মক সংগঠন গ. পারস্পরিক সংগঠন ও ঘ. পুনঃসকর্মক সংগঠন। উনিশ শতকের লাতিন ব্যাকরণ গ্রিক ব্যাকরণকে অনুসরণ করেই রচিত হয়। সরল বাক্য, সংযুক্তবাক্য, উদ্দেশ্য, বিধেয়, বাচ্য, ভাব প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

ইংরেজি অন্বয়তত্ত্ব গ্রিক-লাতিন অন্বয়ত্ত্ব অনুসারে রচিত হয়েছে। অন্বয়তত্ত্বকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। নির্দেশমূলক ব্যাকরণের মধ্যে বাক্য ও অন্বয় নিয়ে নির্ভুল বাক্য রচনা পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। ইংরেজি ব্যাকরণের অন্বয়তত্ত্বের কিছু ধারণা এখানে লক্ষ করা যেতে পারে।

Part speech বা বাক্যে অবস্থিত পদগুলির শ্রেণিবিন্যাস। বিশেষ্য, সর্বনাম, ক্রিয়া, বিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণ, প্রিপজিশন, ইন্টারজেকশন ও কনজাংশন প্রভৃতি শ্রেণিতে শব্দকে ভাগ করা হয়।

অসমাপিকা ক্রিয়া থেকে তৈরি শব্দগুলিকে তিন ভাগে দেখা যায়। ক্রিয়া থেকে জাত বিশেষ্য বা জিরান্ড, ক্রিয়া থেকে জাত বিশেষণ বা পার্টিসিপল এবং ক্রিয়াজত বিশেষ্য, বিশেষণ বা ক্রিয়াবিশেষণ অর্থাৎ ইনফিনিটিভ।

বাক্য বিশ্লেষণের জন্য নানারকম ধারণা ইংরেজি ব্যাকরণে পাওয়া যায়। যেমন - উদ্দেশ্য (Subject), বিধেয় (Predicate), কর্ম (Object), পূরক বাক্য (Compliment), পদগুচ্ছ (Phrase), বাক্যখণ্ড (Clause) ইত্যাদি। বাক্যকে গঠন অনুসারে সরল (Simple), যৌগিক (Compound), জটিল (Complex), যৌগিক মিশ্র (Compound-Complex) প্রভৃতি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে।

ভূমিকা অনুসারে বাক্যকে বিবৃতিমূলক, প্রশ্নবোধক, অনুজ্ঞা বা আদেশমূলক (Command-Wish) এবং আবেগসূচক এই চার শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

বাংলা ব্যাকরণে অন্বয়তত্ত্বকে খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বাংলা ব্যাকরণে শব্দকে বাক্য বিচ্ছিন্ন ভাষাবস্তু বলে মনে করা হয়। আর পদকে বাক্যে বিন্যস্ত ভাষাবস্তু হিসাবে দেখা হয়। বাংলায় পাঁচ প্রকার পদের কথা বলা হয়। বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া ও অব্যয়। প্রথানুসারী বাংলা ব্যাকরণের অন্বয়তত্ত্বে বাক্যের সংজ্ঞা ও লক্ষণ, বাক্যের প্রকার পরিবর্তন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উক্তি, বাচ্য, পদক্রম, বাক্য সমক্ষেপণ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা পরবর্তী এককে বাংলা বাক্যের অন্বয় নিয়ে আলোচনা করব।

৭.৬ সারাংশ

বাক্য সম্বন্ধে ধারণা ভারতবর্ষে, গ্রিসে প্রাচীনকাল থেকেই ছিল। আধুনিককালে যে-কোন উপাদানের গঠনকে বাক্য বলা হয়েছে। সঞ্জননীতত্ত্বে বাক্যকে বিমূর্ত ধারণা বলা হয়েছে। তার মূর্ত রূপ উচ্চারিত ধ্বনিসমষ্টি। বাক্যের আভিধানিক অর্থ, অন্বয়গত অর্থ ও গঠনগত অর্থ দেখা যায়। শব্দগুলির সম্পর্ক নিয়ে অন্বয় ও অন্বয়ের নানাবিধ নিয়ম কানুন নিয়ে তৈরি হয় অন্বয়তত্ত্ব। ভারতে বাক্যবাদী গোত্র, পদবাদী গোত্র

প্রভৃতি দেখা যায়। প্রাচীন গ্রিসে সোফিস্টরা বাক্যকে নানা ভাগে বিভক্ত করেন। গ্রিক অন্বয়তত্ত্বকে অবলম্বন করে লাতিন অন্বয়তত্ত্ব গড়ে ওঠে। গ্রিক-লাতিন অন্বয়তত্ত্ব অনুসারে ইংরেজি অন্বয়তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। বাংলা অন্বয়তত্ত্ব পাশ্চাত্য ও সংস্কৃত অন্বয়কে নিয়ে তৈরি হয়েছে। এর নিজস্ব রূপ তৈরি করা প্রয়োজন।

৭.৭ অনুশীলনী

১. বাক্য কাকে বলে ? পাশ্চাত্যে ও ভারতবর্ষে এ সম্পর্কে যে ধারণাগুলি পাওয়া যায় তা আলোচনা করুন।

২. প্রথানুসারী ও সঞ্জননী ব্যাকরণে বাক্য সম্বন্ধে ধারণার পার্থক্য আছে কী ? আলোচনা করুন।

৩. বাক্য কাকে বলে ? বাক্যর সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করুন।

৪. ভারতীয় ও পাশ্চাত্য অন্বয়তত্ত্বের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

৫. সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

ক. বাক্য ও অর্থ খ. ভারতীয় মতে বাক্যের সংজ্ঞা গ. গ্রিস ও রোমের ধারণায় বাক্যের সংজ্ঞা

ঘ. বাক্যবাদী গোত্র ঙ. পদবাদী গোত্র চ. গ্রিক অন্বয়তত্ত্ব

ছ. লাতিন অন্বয়তত্ত্ব জ. ইংরেজি অন্বয়তত্ত্ব

৭.৮ গ্রন্থপঞ্জি

আজাদ, হুমায়ুন, ১৯৮৪, বাক্যতত্ত্ব, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

চক্রবর্তী, উদয়কুমার, ১৯৯২, বাংলা বাক্যের পদগুচ্ছের সংগঠন। প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতি কুমার, ১৯৪২, ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ২য় সং, কলিকাতা

দাশ, নির্মল, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ, বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা

Bloomfield, L., 1993(ed) Language, Allen & Unwin, London

Chomsky, N, 1965 Aspects the Theory of Syntax, MIT Press, Cambridge Mass.

Gleason, H. A. 1979 An Introduction to Descriptive Linguistics, Oxford & IBH Publishing Co. Calcutta.

1965 Linguistics and English Grammer, Halt, Rinehant and Winston

Hockett, C. F., 1985, A Course in Modern Linguistics, New York : Mac Millan

Jesperson, O., 1965, The Philosophy of Grammar, The Morton Library New York.

Matheus, P. H. 1981, Syntex, Cambridge University Press.

Planner, F. R. 1983, Grammar, Penjuin, London.